সংযোজনী-১

গবেষণা প্রস্তাব-এর ছক

(প্রফেশনাল, ফেলোশিপ, এম ফিল, পিএইচ-ডি ও পোস্টডক্টোরাল গবেষণার জন্য)

১. গবেষণা শিরোনাম (Title of the research)

২. ভূমিকা (Introduction)

৩. সমস্যার বর্ণনা (Research question/problem)

৪. গবেষণার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা (Rationale of the study)

৫. গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of the study)

৬. গবেষণার পরিধি (Scope of the study)

৭. সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature review)

৮. গবেষণা পদ্ধতি (Methods of the study)

৯. ধারণাগত কাঠামো (Conceptual framework)

১০. প্রত্যাশিত ফলাফল (Expected output/outcome)

১১. সম্ভাব্য অধ্যায়-কাঠামো (Tentative structure of chapters)

১২. কর্মপরিকল্পনা, সময়সীমা (Work plan, timeframe)

১৩. অডিট প্রক্ষেপণসহ বাজেট বিভাজন (Budget along with breakdown and projection of audit)

১৪. গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

গবেষকের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

সংযোজনী-২

গবেষণা প্রস্তাবের সঙ্গে নিম্নোক্ত কাগজপত্র জমা দিতে হবে

১. গবেষণা প্রস্তাবনার হার্ড কপি এবং সফট কপি;

২. গবেষণা ক্যাটেগরি অনুযায়ী গবেষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণের যাবতীয় কাগজপত্র;

৩. গবেষকের ছবি ও বিস্তারিত জীবনবৃত্তান্ত;

৪. প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে:

(ক) প্রতিষ্ঠানের গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এবং প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট পুস্তিকা (booklet) ও বার্ষিক প্রতিবেদন;

(খ) গবেষকদের ছবি ও জীবনবৃত্তান্ত;

(গ) প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়নপত্র।

৫. জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের (বিদেশিদের ক্ষেত্রে) সত্যায়িত কপি;

৬. এম ফিল ও পিএইচ-ডি গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির আমন্ত্রণপত্র (offer letter) এবং পোস্টডক্টোরাল গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউটের প্রত্যয়নপত্র;

৭. বাংলাদেশের বাইরের কোনো দেশে গবেষণার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার প্রমাণ হিসেবে IELTS, TOEFL এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে GRE স্কোরশিট (IELTS/TOEFL/GRE পরীক্ষার তারিখ আমাই গবেষণা মঞ্জুরির আবেদনের তারিখের পূর্বের ০২ বছর অথবা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য সময়সীমার মধ্যে হতে হবে);

৮. বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত/মনোনীত তত্ত্বাবধায়কের নিযুক্তি/মনোনয়ন সম্পর্কিত অফিস আদেশের কপি;

৯. তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নপত্র।

সংযোজনী-৩

গবেষণা প্রস্তাব বাছাইকরণ মূল্যায়ন ছক

ক্রমিক নং	মূল্যায়নের ক্ষেত্র	নম্বর										মোট
		১০		১০		২০				১০		৫০
		৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	
০১.	গবেষণার বিষয় নির্বাচন			x	x	x	x	x	x	x	x	
০২.	বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা	x	x			x	x	x	x	x	x	
০৩.	গবেষণা প্রস্তাবনার কাঠামো	x	x	x	x					x	x	
০৪.	সাহিত্য পর্যালোচনা	x	x	x	x	X	x	x	x			
০৫.	মোট নম্বর											

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সূচকের (Indicator)-এর উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত এককসমূহ বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নম্বর প্রদান করুন।

১. গবেষণার বিষয় নির্বাচন: (স্পষ্ট নয়-০, আংশিক স্পষ্ট-২, সম্পূর্ণ স্পষ্ট-৫)

১.১ গবেষণার শিরোনামের স্পষ্টতা;

১.২ বিজ্ঞাপনে উপস্থাপিত ক্ষেত্রের সঙ্গে প্রস্তাবিত গবেষণার বর্ণিত বিষয়ের সম্পর্ক ও স্পষ্টতা;

২. বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা: (অপ্রাসঙ্গিক-০, আংশিক প্রাসঙ্গিক-২, প্রাসঙ্গিক-৫)

২.১ ভাষা সংরক্ষণ, প্রমিতায়ন, পুনরুজ্জীবন, প্রচার এবং ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা শিক্ষণ, ভাষা অর্জন, ভাষার ইতিহাস – এসবের সঙ্গে সম্পর্ক;

২.২ বিষয়বস্তু সাম্প্রতিক এবং চাহিদাভিত্তিক;

৩. গবেষণা প্রস্তাবের কাঠামো: (যথাযথ নয়-০, আংশিক যথাযথ-২, যথাযথ-৫)

৩.১ বিষয়বস্তুতে গবেষণার উদ্দেশ্যের প্রতিফলন;

৩.২ উদ্দেশ্যের সঙ্গে গবেষণা পদ্ধতির সম্পর্ক;

৩.৩ আবেদনে উল্লিখিত গবেষণার ক্যাটেগরির সঙ্গে গবেষণা প্রস্তাবের যৌক্তিক সম্পর্ক;

৩.৪ গবেষণার পরিধির সঙ্গে বাজেটের সম্পর্ক;

৪. সাহিত্য পর্যালোচনা/পূর্বপাঠ পর্যালোচনা: (যথাযথ নয়-০, আংশিক সম্পৃক্ত-২, সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত-৫)

৪.১ বিষয়ের সঙ্গে পূর্বপাঠ পর্যালোচনার সম্পৃক্ততা;

৪.২ রচনাপঞ্জির সঙ্গে মূল বিষয়ের সম্পৃক্ততা;

(৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প)

সংযোজনী-৪ (ক)

'আমাই'-এর সঙ্গে গবেষকের সম্পাদিত চুক্তিনামা

(গবেষণার ধরন অনুযায়ী প্রয়োজন মাফিক চুক্তিনামা পরিমার্জন করা যাবে)

১. (......................) তারিখে নিম্নবর্ণিত পক্ষগণের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হলো।

২. **প্রথম পক্ষ:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর প্রতিনিধিত্ব করবেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (গবেষণা)/সহকারী পরিচালক (গবেষণা)।

৩. **দ্বিতীয় পক্ষ:** আবেদনকারী/গবেষক (নাম, পদবি, বর্তমান কর্মস্থল, বর্তমান ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ফোন নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা)

৪. যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত গবেষক কর্তৃক উপস্থাপিত গবেষণা প্রস্তাব (সংযোজনী-১) অনুযায়ী, (...................) শীর্ষক (প্রফেশনাল/ফেলোশিপ/এমফিল/পিএইচডি/পোস্ট-ডক্টরাল) গবেষণাকর্মটি (...........) বছর/(.............) মাস সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে সম্মত হয়েছেন, সেহেতু উপরে বর্ণিত পক্ষগণ সজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিষ্কে ও স্বপ্রণোদনায় নিম্নবর্ণিত শর্তে এই চুক্তি সম্পাদন করলেন:

৫. **শর্তাবলি:**

(ক) সংযোজনী-১ এই চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য হবে এবং এতে উল্লিখিত গবেষণাকর্ম এই চুক্তির অধীনে চুক্তিবদ্ধ গবেষণাকর্ম হবে;

(খ) প্রথমপক্ষ উক্ত গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বোচ্চ (..................) টাকা মাত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মোট .... (.......) কিস্তিতে যথাক্রমে শতকরা ---/---/---/---/---/--- অথবা সমান হারে প্রদান করবেন;

(গ) গবেষণার জন্য মঞ্জুরিকৃত অর্থ গবেষণা নীতিমালা ২০২২ অনুযায়ী ছাড় করা হবে।

(ঘ) এই চুক্তির উপ দফা ৫ (খ)-এর অধীনে গৃহীত অর্থের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে এতদসঙ্গে তিনশত টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সংযোজনী-৪ (খ) অনুযায়ী এই মর্মে একটি জামানত (Security) দাখিল করতে হবে যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত অর্থ যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হবে সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সে অর্থ ব্যবহৃত না হলে বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হলে জামানতদাতা নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন;

(ঙ) নির্দিষ্ট বাজেট এবং নির্ধারিত সময়ে কোনো সংগত বা গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে গবেষণাটি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং অনুরূপ ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষকে বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের নিকট হতে গৃহীত সমুদয় অর্থ দ্বিতীয় পক্ষ আইনগতভাবে ফেরত প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। প্রকৃত ব্যয় মঞ্জুরিকৃত মোট অর্থের কম হওয়ার ক্ষেত্রে অব্যয়িত অর্থ প্রথম পক্ষকে ফেরত

দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ বাধ্য থাকবেন। তবে, কোনো গবেষক সময় বৃদ্ধির আবেদন করলে, এবং যথাযথ কারণ বিবেচনায় গবেষণা পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সময় বৃদ্ধির আবেদন বিবেচনা করবেন। সময় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূল অনুমোদিত মেয়াদের ৫০%-এর বেশি সময় বৃদ্ধির জন্য গবেষণা মঞ্জুরিকৃত অর্থ হতে শতকরা ১০ ভাগ হারে টাকা কর্তন করা হবে;

(চ) গবেষণাকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য ২য় পক্ষ নিয়মিতভাবে ১ম পক্ষকে (সংশ্লিষ্ট শাখা) অবহিত করবে;

(ছ) সকল ধরনের গবেষণা গবেষণাকর্মের প্রতিবেদন/অভিসন্দর্ভ/লেখায় কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবমাননাকর/অবমূল্যায়নজনক কোনো বক্তব্য/উক্তি/উদ্ধৃতি উল্লেখ বা ব্যবহার বা সংযুক্ত করা যাবে না।

(জ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করে ০২ (দুই) কপি খসড়া প্রতিবেদন (সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফট কপিসহ) প্রথম পক্ষকে প্রদান করবেন। তবে এম ফিল/পিএইচ-ডি/পোস্টডক্টোরাল গবেষণার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিসন্দর্ভ/গবেষণার ফলাফল সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করবেন এবং ০২ (দুই) কপি (সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফট কপিসহ) প্রথম পক্ষের নিকট জমা দেবেন;

(ঝ) প্রথম পক্ষ উপযুক্ত কোনো বিশেষজ্ঞ/মূল্যায়নকারীগণ দ্বারা খসড়া প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন করবেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ যদি খসড়া প্রতিবেদনটিতে কোনোরকম পরিবর্তন বা সংশোধনের সুপারিশ করেন তাহলে উক্ত পরিবর্তন বা সংশোধনের পর প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করবেন। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করতে বাধ্য থাকবেন;

(ঞ) দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন উল্লিখিত নির্দেশ মোতাবেক চূড়ান্তকরণের পর ১০ (দশ) কপি গবেষণা প্রতিবেদন সংযোজনী-০৬ অনুযায়ী ০৩ (তিন) কপি গবেষণাকর্ম সমাপ্তির প্রতিবেদন/চূড়ান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন (সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফট কপিসহ) এবং ০৩ (তিন) কপি খরচের সর্বশেষ হিসাব প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করার পর প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে শেষ কিস্তির অবশিষ্ট অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(ট) এই চুক্তির অধীনে সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে প্রণীত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণরূপে প্রথম পক্ষের সম্পত্তি বলে গণ্য করা হবে। প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতীত দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিবেদনটি মুদ্রণ, প্রকাশ, বিক্রয় কিংবা সে-সম্পর্কিত কোনো সেমিনার আয়োজন করতে পারবেন না। তবে প্রথম পক্ষের অর্থায়নে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে এই তথ্য উল্লেখের শর্তে পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশ কিংবা সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে অনুমতি প্রদান করতে পারবেন;

(ঠ) গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্তির পর এ-সংক্রান্ত সকল লেনদেনের জন্য পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সকল লেনদেন বাংলাদেশের কোনো তফশিলি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। সকল লেনদেন ক্রস-চেকের মাধ্যমে গবেষক (দ্বিতীয় পক্ষ)-এর নামে অথবা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নামে ইস্যু করা হবে। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান গবেষণাকর্মে নিয়োজিত হয় সেক্ষেত্রে ঐ প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালিত হবে;

(ড) গবেষণাকর্ম চলাকালে দ্বিতীয় পক্ষ অন্য কোনো গবেষণাকর্মে অংশগ্রহণ করতে অথবা এই চুক্তির অধীন গবেষণাকর্ম অসমাপ্ত রেখে ০১ (এক) মাসের অধিক মেয়াদের জন্য বাংলাদেশের বাইরে যেতে পারবেন না। যদি তিনি অনুরূপ মেয়াদের জন্য বাংলাদেশের বাইরে যান তাহলে তিনি এই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছেন বলে গণ্য হবে। গবেষণা চলাকালে গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ব্যতীত যে-কোনো মেয়াদে বিদেশে গমন ও অবস্থানের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে;

(ঢ) এই চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে 'আমাই' হতে গবেষণা মঞ্জুরি পেয়েছেন এমন গবেষকের গবেষণা যদি শেষ না হয় কিংবা গবেষক খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন জমা দিলেও তা মূল্যায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন থাকে, তবে তিনি নতুন গবেষণা মঞ্জুরির জন্য চুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে কোনো কারণে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হলেও তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

(ণ) অনুচ্ছেদ-৪-এ বর্ণিত শিরোনামে গবেষণাকর্মটির বিপরীতে চুক্তিনামা সম্পাদনের পূর্বে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করে থাকলে কিংবা চুক্তিনামা সম্পাদনের পর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করলে আমাই-এর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিনামাটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(ত) আমাই-এর অর্থায়নে গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য চুক্তিনামা সম্পাদন করার পর গবেষক বিনা অনুমতিতে বা আমাই-কে অবহিত না করে গবেষণাকার্য অসমাপ্ত রেখে বিদেশে গমন করলে আমাই-এর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিনামাটি বাতিল করা হবে এবং পরবর্তী সময়ে 'আমাই' হতে আর কোনো গবেষণা মঞ্জুরির জন্য গবেষককে অযোগ্য বলে বিবেচিত করা হবে।

(থ) দ্বিতীয় পক্ষ এই গবেষণায় ব্যবহার্য তথ্য ও উপাত্ত (সাহিত্য পর্যালোচনা ও 'রেফারেন্স' ব্যতিরেকে) অন্য কোনো মাধ্যমিক উৎস (Secondary source) হতে গ্রহণ করতে পারবেন না।

<u>সাক্ষীর স্বাক্ষর</u>	<u>চুক্তি সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর</u>
১ম সাক্ষী:	১ম পক্ষ:
২য় সাক্ষী:	২য় পক্ষ:

(৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প)

সংযোজনী- ৪ (খ)

জামানতনামা

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে জামানতনামা দাখিল করছি যে, গবেষক.. .... কর্তৃক .... শীর্ষক গবেষণাটি সম্পাদনের লক্ষ্যে আমাই-এর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিনামা অনুযায়ী গবেষণাকর্মটির জন্য ....টাকার যে পরিমাণ অংশ যে-উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হবে, সেই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হলে বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হলে জামানতদাতা হিসেবে আমি নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত গবেষক কর্তৃক গৃহীত অথবা তার অনুকূলে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকব। আর পরিশোধে ব্যর্থ হলে ‘আমাই’-কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এবং এজন্য উক্ত কর্তৃপক্ষের আইনি প্রক্রিয়া গ্রহণ বাবদ যে অর্থ ব্যয় হবে, সমুদয় অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকব।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (প্রথম পক্ষ) ও গবেষক (দ্বিতীয় পক্ষ) কর্তৃক .... তারিখে সম্পাদিত চুক্তিটি আমি নিজে পাঠ করেছি এবং চুক্তির শর্তসমূহ ভালোভাবে উপলব্ধি করে আমি স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ও সুস্থমস্তিস্কে এই জামানতনামা স্বাক্ষর করলাম।

জামানতকারীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

সংযোজনী-৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

(গবেষণার অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছক)

১। গবেষণার শিরোনাম ....

২। যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে গবেষণাকর্ম পরিচালিত হচ্ছে সে প্রতিষ্ঠানের নাম
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ....

৩। (ক) গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম:
(খ) এই গবেষণাকর্মে যেসব ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হয়েছে তাদের নাম, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বর্তমান পেশার বিবরণ (পরামর্শক ও দলের সদস্যসহ) ....

৪। গবেষণাকর্ম শুরু ও সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ ....

৫। (ক) মঞ্জুরিকৃত গবেষণা অনুদানের মোট পরিমাণ ....
(খ) প্রাপ্ত গবেষণা অনুদানের পরিমাণ ....
(গ) ব্যয়িত গবেষণা অনুদানের পরিমাণ ....

৬। গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্যসমূহ যা অনুমোদন করা হয়েছিল সেগুলির বিবরণ:

৭। গবেষণাকর্মে যে পদ্ধতিসমূহ অনুসৃত হয়েছে সেগুলোর বিবরণ:

৮। এ পর্যন্ত অর্জিত কাজের অগ্রগতি (নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহের কতভাগ পূরণ করা হয়েছে তার বিবরণ দিতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করুন।)...............................

৯। উপসংহার:

সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান-প্রধান/তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষর

তারিখ:

গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

তারিখ:

সংযোজনী-৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি

১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

(সর্বশেষ/চূড়ান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছক)

১। গবেষণার শিরোনাম:

২। গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম, পদবি, ঠিকানা এবং সন:

৩। গবেষণার সারসংক্ষেপ:
[এক হাজার শব্দের মধ্যে; সফ্ট কপি (Soft copy) অবশ্যই জমা দিতে হবে]

৪। সূচনা ও পটভূমি:
(এ বিষয়ে ইতিপূর্বে সম্পাদিত সকল গবেষণা/সমীক্ষার উদ্ধৃতিসহ)

৫। গবেষণার অনুসৃত পদ্ধতি এবং সম্পাদিত পরীক্ষাসমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

৬। ফলাফল ও আলোচনা:
(সারণি, লেখচিত্র, আলোকচিত্র, চার্ট প্রভৃতি যেখানে যেটি প্রয়োজন, সেরূপ উপাত্ত সংযুক্ত করতে হবে)

৭। উপসংহার:

সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান-প্রধান/তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষর

তারিখ:

গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর:

তারিখ:

সংযোজনী-৭

গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন ছক

১। গবেষণার শিরোনাম:

২। গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা:

৩। সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (এম ফিল, পিএইচডি ও পোস্টডক্টোরাল গবেষণার ক্ষেত্রে), বিভাগ ও তত্ত্বাবধায়কের নাম ও ঠিকানা:

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়
(খ) বিভাগ
(গ) তত্ত্বাবধায়ক(+গণ)

৪। গবেষণার ধরন:

(ক) প্রফেশনাল
(খ) ফেলোশিপ
(গ) এম ফিল
(ঘ) পিএইচডি
(ঙ) পোস্ট-ডক্টরাল

৫। গবেষণার উদ্দেশ্যাবলি (Objectives) সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিনা

(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) সংক্ষেপে অন্য কোনো মন্তব্য

৬। গবেষণার পরিধি (Scope) সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিনা

(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) সংক্ষেপে অন্য কোনো মন্তব্য (যদি থাকে)

৭। গবেষণার পদ্ধতি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিনা এবং বর্ণিত পদ্ধতি গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে কিনা

(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) সংক্ষেপে অন্য কোনো মন্তব্য (যদি থাকে)

৮। সাহিত্য পর্যালোচনা (literature review) যথাযথভাবে হয়েছে কিনা

(ক) হ্যাঁ

(খ) না

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোনো মন্তব্য (যদি থাকে)

৯। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত উপাত্ত (data) পরিশুদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কিনা

(ক) হ্যাঁ

(খ) না

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোনো মন্তব্য (যদি থাকে)

১০। তথ্যের বিন্যাস ও বিশ্লেষণ সন্তোষজনক হয়েছে কিনা

(ক) হ্যাঁ

(খ) না

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোনো মন্তব্য (যদি থাকে)

১১। গবেষণার উদ্দেশ্যাবলি অনুযায়ী প্রাকতত্ত্ব (hypothesis) রচিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং তথ্যাদি চয়িত হয়েছে কিনা

(ক) হ্যাঁ

(খ) না

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোনো মন্তব্য (যদি থাকে)

১২। গবেষণার উদ্দেশ্যাবলি এবং যেসব বিষয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রতিশ্রুতি গবেষক অভিসন্দর্ভ/রিপোর্টের শুরুর অনুচ্ছেদগুলোতে দিয়েছেন, সে অনুযায়ী তিনি কাজ সম্পন্ন করেছেন কিনা

(ক) হ্যাঁ

(খ) না

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোনো মন্তব্য (যদি থাকে)

১৩। প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ উপাত্ত, তথ্য-বিশ্লেষণ ও বর্ণনায় পারস্পরিক সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য (Internal consistency) রক্ষিত হয়েছে কিনা

(ক) হ্যাঁ

(খ) না

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোনো মন্তব্য (যদি থাকে)

১৪। তথ্যসূত্র (Citation/reference) এবং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রন্থপঞ্জি (bibliography) যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে কিনা

(ক) হ্যাঁ

(খ) না

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোনো মন্তব্য (যদি থাকে)

১৫। প্রতিবেদনে বড় রকমের সম্পাদনা (editing)-র প্রয়োজন রয়েছে কিনা

(ক) হ্যাঁ

(খ) না

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোনো মন্তব্য (যদি থাকে)

১৬। গবেষণাকর্মটির মৌলিকত্ব এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে কোনো রকম অবদান রাখতে সক্ষম হবে কিনা সে বিষয়ে সংক্ষেপে আপনার মন্তব্য:

১৭। গবেষণাকর্ম এবং গবেষণা প্রতিবেদনের গুরুত্ব ও গুণগত মান সম্পর্কে মূল্যায়নকারী হিসেবে আপনার চূড়ান্ত মন্তব্য:

১৮। প্রতিবেদনটি গ্রন্থ/গবেষণা-প্রবন্ধ আকারে প্রকাশের উপযুক্ত কিনা

(ক) হ্যাঁ

(খ) না

(গ) সংক্ষেপে অন্য কোনো মন্তব্য (যদি থাকে)

মূল্যায়নকারীর স্বাক্ষর:

নাম:

ঠিকানা:

সংযোজনী - ৮

গবেষণা প্রতিবেদন/অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত, বাঁধাইকরণ ও জমাদান

গবেষণা প্রতিবেদন/অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত ও বাঁধাইকরণ এবং জমাদানে নিম্নলিখিত বিষয় অনুসরণীয়:

১. সারসংক্ষেপ (Abstract ন্যূনাধিক ৩০০-৩৫০ শব্দ) মূলশব্দ (key words) থাকতে হবে;

২. গবেষণা প্রতিবেদন/অভিসন্দর্ভ বাংলা টাইপে ইউনিকোড কি-বোর্ডে কালপুরুষ (kalpurush) ফন্টে ১২ সাইজে কম্পোজ করতে হবে। ইংরেজি টাইপের ক্ষেত্রে ১২ পয়েন্টে Times New Roman ফন্টে অথবা ১১ পয়েন্ট Arial ফন্টে কম্পোজ করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে দুই লাইনের মাঝে ১.৫ পয়েন্ট ফাঁক রেখে দুই দিকে সমতা (justified) বিধান করে A4 সাইজের এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করতে হবে।

৩. বাম পার্শ্বে মার্জিন ১.৫ ইঞ্চি উপর-নিচ-ডান পার্শ্বে ১ ইঞ্চি মার্জিন রাখতে হবে এবং টাইপ জাস্টিফাইড করতে হবে। পাণ্ডুলিপিতে প্রতি নতুন অনুচ্ছেদের শুরুতে প্রথম লাইনে কমপক্ষে .৫ ইঞ্চি ছাড় (indent) দিতে হবে।

৪. পাণ্ডুলিপি A4 সাইজের ন্যূনতম ৮০ গ্রাম কাগজে প্রস্তুতপূর্বক বোর্ডবাঁধাই করতে হবে। প্রচ্ছদ (cover)-এ লেদার/মানসম্মত ফয়েল পেপারের মোড়ক দিতে হবে। প্রফেশনাল ও ফেলোশিপ গবেষণার ক্ষেত্রে কালো, এমফিল-এর জন্য নেভি ব্লু এবং পিএইচ-ডি ও পোস্টডক্টরাল অভিসন্দর্ভে প্রচ্ছদের মোড়ক মেরুণ রঙের হতে হবে। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে অধিভুক্ত/সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা ইনস্টিটিউটটের নিজস্ব বিধি-বিধান থাকলে তা অনুসরণপূর্বক আমাই-এর বিধি-বিধানও অনুসরণ করতে হবে।

৫. পাণ্ডুলিপির প্রচ্ছদের উপরে অধিভুক্ত/সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা ইনস্টিটিউটটের নাম, গবেষণার শিরোনাম, গবেষকের নাম ও তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

৬. টাইটেল পেজ-এ অধিভুক্ত/সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা ইনস্টিটিউটটের নাম, গবেষণার শিরোনাম, গবেষকের নাম ও পদবি/প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি এবং তত্ত্বাবধায়কের নাম, পদবি ও স্বাক্ষর থাকতে হবে।

৭. গবেষণাকর্মটি গবেষকের/গবেষকগণের নিজস্ব রচনা— এ সংক্রান্ত গবেষকের ঘোষণাপত্র থাকতে হবে।

৮. গবেষণাকর্মটি একক ও মৌলিক গবেষণার ফসল— এ সংক্রান্ত গবেষণা-তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নপত্র (স্বাক্ষরসহ) থাকতে হবে।

৯. প্রতিবেদন/অভিসন্দর্ভে অন্য উৎস থেকে উদ্ধৃতি (citation), তথ্য, বক্তব্য এবং উক্তির যথাযথ উল্লখের জন্য প্রতিবেদন/অভিসন্দর্ভের শেষে সহায়কপঞ্জি/তথ্যসূত্র (references) আকারে এবং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবহৃত গ্রন্থের তালিকা 'গ্রন্থপঞ্জি' (bibliography) আকারে সংযোজনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত বিভিন্ন রীতি American Psychological Association (APA)/Modern Language Association (MLA)/Harvard Manual/Chicago Manual যে-কোনো একটি অনুসরণ করতে হবে।

১০. মূল পাঠে সারণি (table), চিত্র ইত্যাদি থাকলে সেগুলোর পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা (যথা : ১, ২, ৩ ...) উল্লেখ করতে হবে এবং প্রতিটি সারণি ও চিত্রের যথাযথ আখ্যা (caption) প্রদান করতে হবে।

১১. মূল পাঠে কোনো বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য/ব্যাখ্যা প্রদান করতে হলে তা মূলপাঠের (অধ্যায়ের) শেষে অন্ত্য-টীকা (end-note) হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। এ ধরনের টীকা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল পাঠের উদ্দিষ্ট ব্যাখ্যা বা বক্তব্য অধিসংখ্যা (superscript) দ্বারা (যথা: ১, ২, ৩ ইত্যাদি) নির্দেশ করতে হবে।

১২. মূল পাঠে অন্য কোনো উৎসের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থাকলে তা একই অনুচ্ছেদে উদ্ধৃতিচিহ্ন (" ") ও সূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে [যথা: "উপভাষা প্রধানত ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বা রূপভেদ" (ইসলাম, ১৯৯৮ : ৬৯)]। তবে উদ্ধৃতি ২৫ শব্দের বেশি হলে তা মূল পাঠের নিচে .২৫ ইঞ্চি ভেতরে (indenting) ১১ ফন্ট সাইজে (মূল ফন্ট সাইজের চেয়ে ১ পয়েন্ট কম ফন্টে) পৃথক অনুচ্ছেদ (block quotation) হিসেবে সূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্ধৃতিচিহ্ন (" ") ব্যবহৃত হবে না। যথা:

> বাঙ্গালার উপভাষাগুলিকে বৈজ্ঞানিকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্য নানা চেষ্টা হইয়াছে। স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন এবং ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে তাঁহাদের গবেষণার ফল বিবৃত করিয়াছেন। আমরা ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও পদক্রম আলোচনা করিয়া বাঙ্গালা উপভাষাগুলিকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি : (১) পাশ্চাত্য, (২) প্রাচ্য। (শহীদুল্লাহ, ১৯৯৮ : ৬২)

১৩. অভিসন্দর্ভের মূল পাঠের (অধ্যায়ের) শেষে একটি সহায়কপঞ্জি (references) থাকবে। সংশ্লিষ্ট পাঠে যেসব লেখক ও গ্রন্থের রেফারেন্স উল্লেখ আছে কেবল সেসব বর্ণানুক্রমে (alphabetic order) বিন্যস্ত করতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ উল্লেখের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে সহায়কপঞ্জি রচনা করতে হবে। প্রথমে বাংলা ও পরে ইংরেজি গ্রন্থের তালিকা সাজাতে হবে।

১৪. প্রতিবেদন/অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপি (কম্পোজ ও বাঁধাইপূর্বক) মুদ্রিত কপি (Hard copy) ১০ (দশ) সেট এবং সিডিতে ২টি সফ্ট কপি (Soft copy)-সহ আমাই-এ জমা দিতে হবে।

১৫. উল্লিখিত শর্তাবলি ছাড়াও প্রতিবেদন/অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতের জন্য অধিভুক্ত/সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা ইনস্টিটিউটটের বিশেষ কোনো নির্দেশনা থাকলে তা অনুসরণযোগ্য।